তারিখ ... 22 NOV 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ৬-৮ ...

সংবাদ

### মির্জাপুরে প্রাথমিক শিক্ষা বেহাল

# প্রধান শিক্ষক নেই ৪০ স্কুলে সহকারী শিক্ষক শূন্য ৬১

**জেলা বার্তা পরিবেশক, টাঙ্গাইল**

টাঙ্গাইলের মির্জাপুরে সরকারি প্রাথমিক শিক্ষার অবস্থা বেহাল। উপজেলার প্রায় শতাধিক সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ১০১টি শিক্ষকের পদ শূন্য রয়েছে। এর মধ্যে ৪০টি বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ও ৬১টি সহকারী শিক্ষকের পদ রয়েছে। এ অবস্থায় শিক্ষাবর্ষের প্রায় শেষ পর্যায়ে শিক্ষা কার্যক্রম বিঘ্নিত হচ্ছে বলে জানা গেছে।

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানান, এ উপজেলায় ১৭০টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। এর মধ্যে ৪০টি বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক এবং ৬১টি সহকারী শিক্ষকের পদ দীর্ঘদিন ধরে শুন্য রয়েছে। এই বিপুলসংখ্যক শিক্ষকের পদ শূন্য হওয়ায় বছরের শেষ পর্যায়ে এসে বিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষা কার্যক্রম বিঘ্নিত হচ্ছে বলে জানা গেছে। উপজেলার পোস্টকামুরী মডেল, থলপাড়া, আটিয়া মামুদপুর, পারদিঘী, বাংগুরী, ভাতকুড়া, বাংগলা, চরবিলসা, মস্তমাপুর, নাগরপাড়া, সাফর্তা, পল্লবী নামদারপুর, বানিয়ারা, মসদই, আমরাইল তেলিপাড়া, অভিরামপুর, কাহারতা, হরতকীতলাবন্দ্যে কাউয়ালজানি, খৈল সিন্দুর, উয়ার্শী দক্ষিণ ও ছিটমামুদপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে একজন করে। টাকিয়া কদমা, গায়রাবেতিল, গ্রামাটিয়া, বরটিয়া, পল্লবী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে দুইজন করে। তরফপুর, ফতেপুর, বাংগল্যা, ছিট মামুদপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে তিনজন করে এবং বাংগুরি ও বরাটিরহাট সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে চারজন করে সহকারি শিক্ষকের পদ শূন্য রয়েছে। তাছাড়া উয়ার্শী উত্তর, টি নয়াপাড়া ও আমরাইল তেলিপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে দুজন করে শিক্ষক দিয়ে চলছে শিক্ষা কার্যক্রম।

এছাড়া শুভূল্যা, বড়দাম, দড়ানীপাড়া, তরফপুর, থলপাড়া, আটিয়া মামুদপুর, বানাইল, নতুন কহেলা, হাড়িয়া, খৈল সিন্দুর, উয়ার্শী (উত্তর), বংশী নগর, বাঁশতৈল, পলাশতলী, টি নয়াপাড়া, আমরাইল তেলিপাড়া, অভিরামপুর এবং নতুন জাতীয়করনকৃত চৌবাড়িয়া, সোহাগপুর, মজিদপুর, ভাওড়া নয়াপাড়া, সারটিয়া, বৈদপুর, চামুটিয়া, উত্তর কদমা, ঘাঘরাই কুড়াতলী, খুইদার চালা, কটামারা, কদিম ধল্যা, ছলিম নগর, চুকুরিয়া, মারিশান কামারপাড়া, আউশাচালা, কাহারতা, বড়চালা, আগচামারী, নিলজা, দিঘুলিয়া বেত্রাসিন, শুনটিয়া ও তরফপুর পূর্বপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক না থাকায় শ্রেণি কার্যক্রম ও বিঘ্নিত হচ্ছে বলে জানা গেছে। বরাটিরহাট সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ও উপজেলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি সহিনুর রহমান খান বলেন, তার স্কুলে ৪টি শিক্ষকের পদ শুন্য থাকায় পাঠদান বিঘ্নিত হচ্ছে। এজন্য দুই শিপ্টে ক্লাস নিতে হচ্ছে।

প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক আল মামুন খান, পারদিঘী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আবদুল কদ্দুছ, ছিটমামুদপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আইয়ুব আলী খানও একই কথা বলেছেন।

মির্জাপুর উপজেলা শিক্ষা অফিসার খলিলুর রহমান বলেন, এ উপজেলার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকের চাহিদা অনুযায়ী তালিকা উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট পাঠানো হয়েছে। নিয়োগ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে অচিরেই এই শিক্ষক স্বল্পতা দূর করা হবে বলে তিনি উল্লেখ করেন। মির্জাপুর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও উপজেলা শিক্ষা কমিটির সভাপতি মীর এনায়েত হোসেন মন্টু বলেন, সরকার নতুন শিক্ষক নিয়োগ কার্যক্রম শুরু করেছেন। এতে অচিরেই এ উপজেলায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যে শিক্ষক সংকট রয়েছে তা দুর হবে বলে তিনি উল্লেখ করেন।